আলোকিত বাংলাদেশ
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ১১ সংখ্যা ২২০
২৭ চৈত্র ১৪২৭ ■ ২৬ শাবান ১৪৪২
১০ এপ্রিল ২০২১
www.alokitobangladesh.com

BADC

রংপুরে বালুচরে নিরাপদ সবজি চাষ

মৌসুমি বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

● আব্দুর রহমান মিন্টু, রংপুর

অনাবাদি (পলিবিহীন) বালুচরে নিরাপদ সবজি (মিষ্টিকুমড়া) উৎপাদনের মাধ্যমে জমিকে চাষের আওতায় এনেছেন রংপুরের কৃষকরা। এতে নিরাপদ সবজি সরবরাহসহ ভূমিহীন মৌসুমি বেকার শ্রমিকরা কাজের আওতায় এসেছে। কাউনিয়া উপজেলাটি তিস্তা নদীবেষ্টিত একটি উপজেলা। প্রতিবছর উজান থেকে নেমে আসা পানির কারণে উপজেলাটির ছয়টি ইউনিয়নের মধ্যে চারটি ইউনিয়ন বন্যার কবলে পড়ে। ফলে বন্যার্ত মানুষের আবাদি ফসল ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। ১৪৭.৬৩ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের উপজেলাটিতে ছোটবড় মোট ৩০টি চর রয়েছে, যার মোট পরিমাণ প্রায় ২৪০০ হেক্টর। চরের অধিকাংশ জায়গা এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৭ মাস পানির নিচে থাকে। পানি নেমে গেলে ১৯৫০ হেক্টর জমি আবাদের আওতায় আনা গেলেও ৪৫০ হেক্টর জমি থাকে চর হিসেবে অনাবাদি। এ ৪৫০ হেক্টর জমি ধু ধু বালুচর হওয়ায় সেখানে কোনো আবাদ হয় না। এ বালুচরকে আবাদের আওতায় আনাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

প্রতিবছর নদীর গতিপথ পরিবর্তন হওয়ায় চরে স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করে সেচ কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। ডিজেলচালিত সেচপাম্পে সেচ খরচ বেশি হওয়ায় চরের অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে। নদী থেকে ঘাড়ে করে পানি নিয়ে জমিতে সেচ দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। অথচ ভ্রাম্যমাণ টেকসই সেচ ব্যবস্থাপনা, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, রাসায়নিক সারের যৌক্তিক ব্যবহার ও যথাযথ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানে নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও সরবরাহ সম্ভব।

তিস্তার অববাহিকায় জেগে ওঠা মোট ২৪০০ হেক্টর জমির মধ্যে ১৯৫০ হেক্টর বিভিন্ন আবাদের আওতায় এলেও ৪৫০ হেক্টর জমিতে কোনো ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা কৃষি অফিসার যৌথভাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

মৌসুমি বেকার শ্রমিকদের

● শেষ পৃষ্ঠার পর

সহযোগিতায় চরের কৃষির প্রকৃতি সম্পর্কে জেনে চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্যোগের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ৮০ হেক্টর অনাবাদি বালুচরে মিষ্টিকুমড়া চাষের আওতায় আনায় [illegible] জমির পরিমাণ বেড়েছে। পাশাপাশি সেচের সমস্যা মিটাতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন সাতটি সৌরশক্তি চালিত ভাসমান এলএলপি সেচ স্কিম স্থাপন করেছে। এ উদ্যোগের ফলে চরাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ কমেছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। এ ধরনের উদ্যোগ এসডিজি ও বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে এবং নতুন প্রযুক্তির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তালুক শাহাবাজ চরে কৃষিপ্রযুক্তি পরিদর্শন : রংপুরের কাউনিয়া উপজেলা পরিষদের প্রণোদনা ও উপজেলা কৃষি অফিসের কারিগরি সহায়তায় বদলে দিয়েছে চরাঞ্চলের কৃষি অর্থনীতির চিত্র। ধু-ধু বালুচরে এখন সবুজের বিপ্লব। উপজেলা কৃষি অফিসের তত্ত্বাবধানে তিনটি কৃষক দল গঠন করে তাদের তিস্তার বালুতে কীভাবে বিষমুক্ত আবাদ করা যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সার ও বীজ সরবরাহ করা হয়। উপজেলা পরিষদের প্রণোদনা সহায়তার মাধ্যমে চর ও চাষি নির্বাচন করে গ্রুপ গঠন করে মিষ্টিকুমড়া, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, স্কোয়াশ চাষ করানো হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ [illegible] ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া যেন কোনো ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা না হয়, সেজন্য প্রশিক্ষণ, জৈবসার, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, ইয়েলো স্টিকি ফাঁদ কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়। এ বছর বালুচরে যে মিষ্টিকুমড়া, স্কোয়াশ উৎপাদিত হবে তা সম্পূর্ণ বিষমুক্ত, এর বাজার মূল্য অনেক বেশি হবে। চরে প্রায় ৮০ হেক্টর জমিতে উচ্চফলনশীল কুমড়াসহ বিভিন্ন সবজি চাষ করা হয়েছে। ৫০০ জন চাষিকে কুমড়া চাষের প্রশিক্ষণ ও ২০০ জনকে বীজ, সারসহ কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে কৃষি বিভাগ। চরে প্রায় ৩০০০ টন কুমড়া ও ৪৫ টন স্কোয়াশ উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ। যার বাজারমূল্য প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

নদীর পার্শ্ববর্তী চরে পানির উৎসের কাছাকাছি ফসল উৎপাদনের জন্য বিএডিসি কর্তৃক সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য পরিবেশবান্ধব সৌরশক্তিচালিত ভ্রাম্যমাণ নৌকায় এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। সৌরশক্তিচালিত ভ্রাম্যমাণ নৌকায় স্থাপিত এলএলপি দ্বারা পর্যায়ক্রমে চরের বিভিন্ন স্থানে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সেচ এলাকা ৩ গুণ থেকে ৫ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নৌকায় ৭.২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন, আনুষঙ্গিক সরঞ্জামসহ সেচযন্ত্র সরবরাহ, [illegible] প্যানেল দ্বারা পাম্প হাউস নির্মাণ ও ফিতা পাইপ সরবরাহ (২০০০ মিটার) করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৮ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। সেচ খরচ একরপ্রতি ৮ হাজার টাকা থেকে কমে ১ হাজার টাকায় নেমে এসেছে। ৫০টি কৃষক পরিবার এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। তাদের জমিতে সেচ প্রদানের কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে। পরিবেশবান্ধব এ পদ্ধতিতে কোনো জ্বালানি খরচ না হওয়ায় চরের অনাবাদি জমিগুলো চাষের আওতায় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার '১ ইঞ্চি জায়গা ফেলে না রেখে ফসল উৎপাদন করার' নির্দেশনা এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই চরে মিষ্টিকুমড়া, আলু, বাদাম, মরিচ, স্কোয়াশ, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। রংপুর বিএডিসির নির্বাহী প্রকৌশলী এসএম [illegible] ইসলাম জানান, চরের অপেক্ষাকৃত উঁচু ও স্থায়ী কৃষি জমিতে সেচ প্রদানের জন্য বিএডিসি কর্তৃক লাগসই প্রযুক্তি হিসেবে এইচডিপিই ও ফিতা পাইপের সমন্বয়ে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প খরচে সেচ সুবিধা করছে। তিনি বলেন, এতে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২টি ০.৫ কিউসেক সৌরশক্তিচালিত এলএলপি স্কিম স্থাপন করা হয়েছে এবং স্থানটি নদীর পানির উৎস থেকে দূরবর্তী হওয়ায় পানির উৎস হিসাবে [illegible] ব্যবহার করা হয়েছে। স্কিমে ৭.২ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল, বিভিন্ন ডায়া মিটার বিশিষ্ট এইচডিপিই পাইপ (২০০০ মিটার), ফিতা পাইপ (১০০০ মিটার) ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ সেচযন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। যখন ফসলে কম পানির প্রয়োজন হয়, তখন হাতে বহনযোগ্য সমন্বিত ফিতা পাইপের মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ী প্রদান করা হচ্ছে। স্কিমে স্থাপিত সোলার প্যানেলসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম স্থানান্তরের সুযোগ রাখা হয়েছে। কৃষকরা জানান, এলএলপি স্কিম স্থাপনের ফলে প্রায় ১০০ কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে এবং সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কৃষক মো. শফিকুল জানান, স্কিমের আওতায় ২০০০ মিটার এইচডিপিই ও ১০০০ মিটার ফিতা পাইপের মাধ্যমে প্রায় ২০ হেক্টর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। স্কিমটি স্থাপনের পূর্বে সেচ খরচ একর প্রতি ৮ হাজার টাকা ছিল। স্কিমটি চালু করার পর বর্তমানে সেচ খরচ একর প্রতি ১ হাজার টাকায় নেমে এসেছে। স্কিমভুক্ত পানি ব্যবহারকারী কৃষকদের সুবিধার্থে একটি স্থানান্তরযোগ্য সভাকক্ষ/বিশ্রামাগার শেড এবং মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা দুটি টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।